দৈনিক
ইত্তেফাক

11 JAN 2009
তারিখ
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ ঘোষণা

॥ খুলনা অফিস ॥

খুলনা মেডিক্যাল কলেজে হল দখলকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষে শুক্রবার উভয় সংগঠনের ১০/১২ জন নেতা-কর্মী আহত হয়েছে। সংঘর্ষকালে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের ১৪টি কক্ষ ভাঙচুর হয়। শনিবার কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ ঘোষণা এবং সকাল ৮টার মধ্যে তিনটি হলের ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তে কলেজ কর্তৃপক্ষ ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে। বর্তমানে নগরীর প্রতিটি কলেজে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, শুক্রবার সন্ধ্যায় ছাত্রদলের নেতা তারেককে ছাত্রলীগ কর্মীরা হলে আটকে রেখে মারপিট করে। ঐ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা ছাত্রশিবিরের দুই কর্মীকেও মেরে হল থেকে বের করে দেয়। খবর পেয়ে হল সুপারের সহায়তায় পুলিশ ছাত্রদল নেতা তারেককে উদ্ধার করে। রাত সাড়ে ৯টার দিকে ছাত্রলীগ কর্মীরা হলের মেইন গেটে হঠাৎ তালা আটকে দেয়। ঐ সময় পেছন গেট দিয়ে অর্ধশতাধিক ছাত্রলীগ কর্মী হলে ঢুকে পড়ে। তারা লাঠিসোঁটা ও রড নিয়ে হলের কয়েকটি কক্ষ ব্যাপক ভাঙচুর এবং কলেজ ছাত্রশিবির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কক্ষটিতে আগুন ধরানোর চেষ্টা চালায়। ঐ সময় দুই পক্ষের সংঘর্ষে ছাত্রশিবিরের রফিকুল ইসলাম, আব্দুল্লাহেল বাকি, মাসুদ রানা, মহিউদ্দিন নাসির, মনির, হাসান, উজ্জ্বল ও মোস্তাফিজ এবং কলেজ শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি আমিনুল ইসলাম, চয়ন বিশ্বাস আহত হয়। এদের মধ্যে গুরুতর (৪র্থ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে

(প্রথম পৃঃ পর)

আহত শিবির কর্মী রফিকুল ইসলাম, আব্দুল্লাহেল বাকি ও মাসুদ রানাকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে রাত পৌনে ১২টার দিকে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ আবু বক্করের সভাপতিত্বে একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি বৈঠক বসে। বৈঠকে গতকাল শনিবার সকাল ৮টার মধ্যে ছাত্রী হলসহ কলেজের তিনটি হলের ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়ে নোটিশ জারি করা হয়। একই সাথে কলেজের একাডেমিক কার্যক্রমও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এছাড়া আগামীকাল ১২ জানুয়ারি প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসও স্থগিত করা হয়েছে। হামলার ঘটনায় মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ আবু বক্কর কলেজের শিশু বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ চৌধুরী হাবিবুর রসুলকে প্রধান করে ৬ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন।

এদিকে রাতেই খুলনা সদর আসনের নবনির্বাচিত এমপি বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম মঞ্জু খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের আহত নেতা-কর্মীদের দেখতে যান। তিনি এ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানান। এছাড়া বিএনপি খুলনার সভাপতি ডাঃ রফিকুল হক ও সাধারণ সম্পাদক ডাঃ শেখ আখতারুজ্জামান এক বিবৃতিতে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। এদিকে গতকাল স্থানীয় প্রেসক্লাবে মহানগর ও জেলা ছাত্রদল নেতারা সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেছে, দিন বদলের সরকার নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে খুলনায় ছাত্রলীগের ক্যাডারদের হামলায় অন্তত ৫০ জন গুরুতর আহত হয়েছে। ছাত্রলীগ কর্মীরা নগরীর খালিশপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও [illegible] কলেজে অন্য সংগঠনের কোন কর্মীকে ঢুকতেই দিচ্ছে না। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, মহানগর ছাত্র দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি শেখ সাদি। উপস্থিত ছিলেন আসাদুজ্জামান মুরাদ, শামীম কবির, হাসী উজ্জামান হাসী, সরফরাজ দিপো, হাফিজুর রহমান রিয়াজ প্রমুখ।

অপরদিকে খুলনা মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি শফিকুর রহমান পলাশ ও সাধারণ সম্পাদক ফারুক হাসান হিটু এবং জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি শেখ আবু হানিফ ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ নূরুজ্জামান শনিবার এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, মহাজোট নেত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে জামাত-শিবির এবং বিএনপি নেতৃবৃন্দ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তাদের উস্কানিমূলক বক্তব্য ও বিবৃতিতে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে হামলাকারী শিবির সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানান।